Name of the study area: Urban
Data Type: IDI with Qualified seller/prescriber
Length of the interview/discussion: 62:36 min.
ID: IDI_AMR301_SLM_PQ_Hu_U_8 Nov 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Male	40	Degree pass	Unqualified	Human	14 years	Bangali	

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, আমার নাম হচ্ছে ---। আমরা আসছি কলেরা হাসপাতাল থেকে আপনাদের এখানে একটা এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহার নিয়ে একটা গবেষণার কাজ করতেছি।এর জন্য আপনার সাথে কথা বলব। কেমন আছেন?

উত্তরদাতাঃ ভাল আছি।

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা। আপনার এই দোকানে আপনি আসলে কি কি কাজ করেন- এটা সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছি।

উত্তরদাতাঃ এই দোকানে আসলে আমি অনেকদিন ধরে আছি তো

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা কত বছর হবে? আপনার মানে-

উত্তরদাতাঃ ১৪ বছর ।

প্রশ্নকর্তা ঃ ১৪ বছর ধরে আপনি এই ড্রাগ বা মেডিসিন এর সাথে জড়িত।

উত্তরদাতাঃ জি।

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আপনে ধরেন আমার এখানে এখন অনেক ধরনের রোগী আছে । তো সেক্ষেত্রে ধরেন অনেক গরিব মানুষ আছে যারা ধরেন অনেক টাকা দিয়ে অনেক বড় ডাক্তার দেখাতে পারে না । উনারা ধরেন মনে করেন আমার উপর ডিপেনড করে আরকি ।

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা ।

উত্তরদাতাঃ সেক্ষেত্রে নরমালি যে ট্রিটমেন্টগুলা, নরমালি যে ট্রিটমেন্টগুলা যেমন ঠান্ডা, জ্বর, কাশি সিরিয়াস কিছু না হলে এগুলো আমরাই সাধারণত দিয়ে থাকি আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা ঐ যে আপনার কাছ থেকে ঔষুধ নিয়ে যায় ।

উত্তরদাতাঃ হুম ঔষুধ নিয়ে যায়। ছোটখাটও যে সমস্যাগুলো ওই সমস্যাগুলোর জন্য সাধারণত আমরাই চিকিৎসা দিয়ে থাকি, প্রাথমিক যে চিকিৎসা ।

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা আচ্ছা। এইটাই দোকানের মধ্যে এইগুলোই আরকি ইয়ে হয় ।

উত্তরদাতাঃ জি জি।

প্রশ্নকর্তা ঃ চিকিৎসা দেন আর ঔষুধ দেন তাদেরকে

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তা ঃ তো আপনার এই দোকানে কি কি ধরনের ঔষুধ আছে ?

উত্তরদাতাঃ আমার এখানে আসলে সব ধরনের ঔষুধ ই সাধারনত আছে আর কি ।

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা। কি কি হবে?

উত্তরদাতাঃ যেমন এন্টিহিস্টামিন, প্যারাসিটামল, তারপরে এমক্সাসল, এমক্সাসিলিন

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা এমক্সাসিলিন এগুলো তো হচ্ছে আপনার এন্টিবায়োটিক জাতিয়।

উত্তরদাতাঃ হুম এন্টিবায়োটিক জাতীয়।

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা মানে এন্টিহিস্টাসিন ও আছে আবার এন্টিবায়োটিক ও আছে ।

উত্তরদাতাঃ এন্টিহিস্টাসিন ও আছে আবার এন্টিবায়োটিক ও আছে। সব ধরনের ঔষুধ আছে ।

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ ।

উত্তরদাতাঃ মোটামুটি একটা চিকিৎসা দেয়ার মত যতটুক দরকার সব ধরনের ঔষুধই আছে আরকি ।

প্রশ্নকর্তা ঃ যদিও আপনার দোকানটা একটু ছোটখাটো মনে হচ্ছে অন্য দোকানগুলোর তুলনায় ।

উত্তরদাতাঃ অনেক ঔষুধ নাই, তারপরেও মোটামুটি অনেক ধরনের ঔষুধ আছে । কারডিয়ালজির জন্য কিছু আছে তারপরে প্রেসার এর জন্য ঔষুধ আছে , সব ধরনের ঔষুধ ই আছে ।

প্রশ্নকর্তা ঃ তো আপনার এখানে যে এন্টিবায়োটিক যেহেতু ১৪ বছর ধরে আপনি এই পেশার সাথে জড়িত তো প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট ও আপনি এখানে করেন যারা অনেক গরিব , ডাক্তার এর কাছে যাইতে পারে না বললেন তো এই এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রিপশন করার ক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতা জানতে চাচ্ছি এই ১৪ বছরের

উত্তরদাতাঃ কি রকম, কি ধরনের এন্টিবায়োটিক এর কি ধরনের অভিজ্ঞতা ?

প্রশ্নকর্তা ঃ ধরেন আপনি কোন রোগীকে এন্টিবায়োটিক দিছেন , ঔষুধ দিছেন আরকি , কোন রোগী আসলো যে ডাক্তার এর কাছে যাইতে পারে না, তখন আপনার কাছে চিকিৎসা নিতে আসলো । এর মধ্যে আপনি তাকে এন্টিবায়োটিক দিলেন বা এই রকম আরকি এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি।

উত্তরদাতাঃ সাধারনত আসলে আমাদের যে এন্টিবায়োটিক গুলা। এন্টিবায়োটিক গুলা ধরেন বিশেষ করে সাত দিনের জন্য দেয়া হয় আরকি এন্টিবায়োটিক এর মিনিমাম একটা ডোজ হচ্ছে সাত দিন। একটা সময় আমাদের এযিথ্রমাইসিন যে মেডিসিনটা আছে সেটা একসময় তিন দিন দিলেও হত তো এখন সেটা বডিতে এমন রেজিস্টান্ট হইছে যে পাঁচ দিন-সাত দিন দিতে হবে। যেমন এখন আমি একটা রোগীকে এন্টিবায়োটিক দিলাম, এটা একটা এন্টিবায়োটিক এযিথ্রমাইসিন, এটা ডাক্তার সাতদিনের দিত , অথচ আজ থেকে ৫ বছর আগেও তিনদিনের বেশি সাধারনত ডাক্তাররা দিত না তো সেক্ষেত্রে এখন ধরেন এন্টিবায়োটিক উইজ করলেও সাতদিন করা লাগে কিন্তু আমাদের দেশে এখন অনেকেই এখন আমি যে মহললায় আছি গরিব মহললা, ন্মিনআয়ের লোকজন সাধারনত বেশি, তো সেক্ষেত্রে ধরেন অনেকে দেখা গেছে ২ দিন খাওয়ার পরে বা তিন দিন খাবার পরে একটু ভাল হয়ে গেলে আর ওই ঔষুধ টা খেতে চায় না । যদিও আমরা সাতদিন লিখে দি বা সাতদিন দিবার চেষ্টা করি কিন্তু দেখা গেছে অনেক এ ২ দিন বা তিনদিন খাবার পরে আর খায় না । হয়ত অনেকে আবার টাকার অভাবে হয়তবা অনেকে ভাল হবার পর আর খায় না এই রকম আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা মানে কোর্স ওরা কমপিলট করতে পারে না (৫ মিনিট)

উত্তরদাতাঃ কমপিলিট করতে পারে না বা অনেকে পারলেও করে না, একটু ভাল হলে অনেকে খেতে চায় না

প্রশ্নকর্তা ঃ তারমানে আপনার অভিজ্ঞতা হচ্ছে এরকমই যে এত বছরে

উত্তরদাতাঃ যে টোটাল কোর্সটা ওরা কমপিলট করছে না, মানে ম্যাক্সিমামই

প্রশ্নকর্তা ঃ এছাড়া এন্টিবায়োটিক হচ্ছে গিয়ে তারমানে একটু আগে বললেন যে এন্টিবায়োটিক আগে হচ্ছে গিয়ে দিত তিনদিনের আর এখন হচ্ছে গিয়ে সাতদিনের দেয়া লাগে

উত্তরদাতাঃ এযিথ্রমাইসিন যে এন্টিবায়োটিক টা এটা আর অন্যান্য যেগুলো এন্টিবায়োটিক আছে সেগুলো আগেও সাতদিন ছিল এখনও সাতদিন আছে

প্রশ্নকর্তা ঃ তো আপনার কি মনে হয় ১৪ বছর ধরে ইতো আপনি এই পেশায় আছেন। ১৪ বছর ধরে এই চিন্তা করে একটু বলেন এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহার কি আগের তুলনায় বাড়তেছে কি নাকি কমতেছে

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহার আগের তুলনায় অনেক বাড়ছে

প্রশ্নকর্তা ঃ বাড়ছে

উত্তরদাতাঃ অনেক বাড়ছে

প্রশ্নকর্তা ঃ আর একটু বিস্তারিত বলবেন কোন দিক দিয়ে কিভাবে বাড়ল এই জিনিসটা , কেন আপনার মনে হল যে এটা বাড়ছে আরকি

উত্তরদাতাঃ এটা কেন বাড়ছে এটা বলতে অনেকটা এটার একটা কারন হচ্ছে গিয়ে আমরা সঠিক ভাবে এন্টিবায়োটিক টা ব্যবহার করতেছি না

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়োটিক টা সঠিক উইটিলাইয করতে পারছি না, আর একটা কারন হচ্ছে এখন আমাদের দেশে সাধারণত আমরা যা খাচ্ছি অনেক কিছু ধরেন আমাদের বডিতে ইফেকট করতেছে যার কারণে আমরা দ্রুত কয়দিন পর পর অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি, সেক্ষেত্রে দেখা গেছে এন্টিবায়োটিক ছাড়া আবার কাজ ও করছে না

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়োটিক না দিলে কাজ ও করছে না। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে পরিমান ইয়ে দরকার , বডিতে যে পরিমান ক্যালরি দরকার ওই পরিমান আমরা পাচ্ছি না, সে পরিমান আমরা খাইতে পারছি না সেই কারণে ওটাও মনে করেন একটা ইফেকট করতেছে, অনেকগুলো কারণ এর মিলিতভাবে দেখা গেছে যে কয়দিন পর পরই আমরা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি। আর এই অসুস্থ হয়ে গেলে দেখা গেছে তখন ওই এন্টিবায়োটিক ছাড়া আর কাজ করছে না। নরমালই দেখা গেছে প্যারাসিটামল বা প্রয়োজনীয় যে নরমালই ঔষুধ গুলো আছে সেগুলো দেবার পর এন্টিবায়োটিক ছাড়া আর কাজ করছে না। ১ দিন, ২ দিন অথবা ৩ দিন পরে এন্টিবায়োটিক আবার দেয়া লাগতেছে

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ মূলত এই রকম কারণগুলো

প্রশ্নকর্তা ঃ বাড়ছে তার মানে কি কারণে বাড়ল এটা

উত্তরদাতাঃ এর কারণটাই একটা যেটা আমরা প্রয়োজন মত, চাহিদা মাফিক খাবার পাচ্ছি না , আর ওইভাবে চলতে পারতেছি না , তারপর প্রচনড ধুলাবালি আছে আমাদের দেশে। তারপরে এন্টিবায়োটিক এর সঠিক উইটিলাইয হচ্ছে না, অনেকগুলো কারণে এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলছে

প্রশ্নকর্তা ঃ তো আপনার কি মনে হয় ১৪ বছর আগে কি রকম এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হত আর এখন কোনগুলো এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়

উত্তরদাতাঃ ১৪ বছর আগে যে এন্টিবায়োটিকগুলা তখন ধরেন আমরা এটলিস্ট সিপ্রফ্লক্সাসিন টাই যথেষ্ট ছিল। এযিথ্রমাইসিন কম দেয়া লাগত । ঠিক আছে

প্রশ্নকর্তা ঃ হুম হুম

উত্তরদাতাঃ তখন নরমালি দেখা গেছে কনট্রিমক্সাসল, আমক্সাসিলিন, সেফ্রাডিন এই পর্যন্ত হয়ত হয়ে যেত

প্রশ্নকর্তা ঃ হুম হুম

উত্তরদাতাঃ সিপ্রোফ্লক্সাসিন ও খুব রেয়ার ।

প্রশ্নকর্তা ঃ হুম

উত্তরদাতাঃ ১৪ বছর পরে এখন ধরেন আমাদের দেশে এযিথ্রমাইসিন, সেফিক্সিম, সেফরযিন তারপরে আপনার সেফটিগুটান , তারপরে আপনার আরেকটা এন্টিবায়োটিক আসছে কি যেন সেফটিএক্সান, এই লেভেল আর অনেক এন্টিবায়োটিক চলে আসছে

প্রশ্নকর্তা ঃ মানে ওই গুলোর থেকে কি পাওয়ার বেশি

উত্তরদাতাঃ পাওয়ার বেশি

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা আচ্ছা । তাহলে এখন জানতে চাচ্ছি আপনি যখন এন্টিবায়োটিক দিচ্ছেন কোন রোগীকে, ধরেন কেউ আসলো আপনাকে রোগের বর্ণনা দিবার পরে আপনি তাকে এন্টিবায়োটিক দিবেন , এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রিপশন বা যেটাই বলেন দেয়ার সময় আপনার কি রকম চ্যালেঞ্জ ফেস করেন আপনি যখন দিচ্ছেন কোন রোগীকে এন্টিবায়োটিক

উত্তরদাতাঃ চ্যালেঞ্জ টা এইরকম ফেস করতে হয় যে আমাদের দেশে এখন ধরেন একটা শিশু হবার ৬ মাস ১ বছর পরেই ডাক্তার এর কাছে গেলেই অনেক সময় দেখা গেছে ওই ডাক্তার দেখা গেছে ইনজেকশন দিয়ে দিছে, মানে এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিয়ে দিছে যাতে ঠান্ডা বা অন্যান্য কাশি বা বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ধরনের এন্টিবায়োটিক দিয়ে দেয়, অনেক সময় দেখা গেছে যে আমার এখানে আসার পরে আমি অনেক সময় এটা চিন্তা করছি যে নরমালি এন্টিবায়োটিক টা কাজ করবে কি করবে না, যেহেতু অনেক আগে মানে একটা উন্নত মানের এন্টিবায়োটিক খাওয়া তখন একটা নরমাল এন্টিবায়োটিক কাজ করবে কি করবে না। অনেক সময় দেখা গেছে কাজ করে না তখন এসে বলে যে ডাক্তার আসলে আপনি যে ঔষুধ টা দিলেন সেটা কাজ করে না ।

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ তখন দেখা গেছে ওই এন্টিবায়োটিক পালটে আবার আমাকে চিন্তা করতে হয় যে আমারও তাহলে ওরে একটা থার্ড জেনারশনের একটা ঔষুধ দেয়া দরকার তাইলে হয়ত কাজ করবে। এইরকম একটা চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হয় আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ এইরকম মানে হচ্ছে যে রোগী আপনার কাছে আসতেছে সে অলরেডি অনেক পাওয়ারের এন্টিবায়োটিক খেয়ে ফেলছে

উত্তরদাতাঃ খেয়ে ফেলছে

প্রশ্নকর্তা ঃ বডিতে তার আরকি ইয়ে চলে আসছে আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ এইরকমি মনে করেন

প্রশ্নকর্তা ঃ আর এই রকম কি কোন ঘটনা কি আপনি বলতে পারবেন যেটা নির্দিষ্ট কোন রোগীর ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক দেবার সময় আপনি কিভাবে দেন আরকি

উত্তরদাতাঃ নির্দিষ্ট কোন রোগী বলতে কি রকম (১০ মিনিট)

প্রশ্নকর্তা ঃ ধরেন কোন একটা রোগী আসলো কোন একটা নির্দিষ্ট রোগ নিয়ে এইরকম কোন অভিজ্ঞতা আরকি যেটা আপনি শেয়ার করবেন আমার সাথে

উত্তরদাতাঃ আসলে আমি আপনার সাথে যেটা শেয়ার করতেছি যে যেটা আমার কথা হচ্ছে আমি প্রয়োজন না হলে কারণ আমার এখানে হচ্ছে গরিব রোগী , কারণ একটা এন্টিবায়োটিক কিনতে গেলে তার টাকাও লাগবে । আর প্রয়োজন না হলে আমি তাকে এন্টিবায়োটিকটা দিতে রাজি না, প্রয়োজন ছাড়া সে কেন ঔষুধ টা খাবে

প্রশ্নকর্তা ঃ সেটা তো অবশ্যই

উত্তরদাতাঃ সেক্ষেত্রে ধরেন আমি কাউকে আমি ওই পরিমান ঔষুধ দিই না যদি একজন কে মনে করি একটা এন্টিহিস্টামিন এ চলে যাবে বা ভাল হয়ে যাবে তার জন্য এন্টিহিস্টামিনই যথেষ্ট বা একটা প্যারাসিটামলই চলে যাবে যদি আমি মনে করি আরকি সেক্ষেত্রে প্যারাসিটামলই যথেষ্ট

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা তাইলে আপনি কিভাবে বুঝতে পারেন যে রোগী অলরেডি সে অনেক পাওয়ার এর এন্টিবায়োটিক খেয়ে ফেলছে বা নিয়ে নিছে আগে

উত্তরদাতাঃ যখনই আমি দেখি যে একটা নরমাল এন্টিবায়োটিক দেয়ার পরে যেটা প্রয়োজন, দেখা গেছে আজকে ২ দিন ধরে জ্বর বা কাশ - ঠান্ডা তখন আমি ওরে একটা ফাইমক্সসিল বা মক্সাসিল একটা দিয়ে দেখলাম আরকি যে আপনি ৩ দিন খান যদি সে পাওয়ারফুল ঔষুধ না খেয়ে থাকে তাইলে এমক্সাসিলিন তার ঔষুধ টা ঠান্ডা কাশ টা ভাল হয়ে যাবে, যদি দেখি ৩ দিন পরেও এসে

বলে যে ডাক্তার কি ঔষুধ দিলেন বা ভাই কি ঔষুধ দিলেন আমার তো কোন উপকারেই আসলো না তখনই তো আপনার সেক্ষেত্রে চিন্তা করতে হয় যে আগে উনি আরও একটু দামি ঔষুধ খাইছে তাই কম দামি ঔষুধটা ভাল কাজ করছে না

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা ওই হিসাবে । আপনি কি কোন রোগীকে জিজ্ঞাস করেন যে সে আগে এন্টিবায়োটিক খাইছে কি না বা ওই নির্দিষ্ট রোগের জন্য

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়োটিক টা তো আসলে অনেকে চিনে আবার অনেকে চিনে না ।

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ সেক্ষেত্রে ধরেন জিজ্ঞাসা করলে ওরা ওইরকম বলতে পারে না। তখন বলে যে ঔষুধ খাইছি । কি ঔষুধ খাইছেন পাতাগুলো আছে বা খোসাগুলো আছে, না ফেলে দিছি। তখন আপনার ওইরকম চিন্তা করতে হয় আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, আসলে ওরা জানে না যে কোনটা এন্টিবায়োটিক

উত্তরদাতাঃ অনেকে হয়ত জানে না আবার অনেকে হয়ত জানে

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা যখন আপনি দিচ্ছেন কাউকে এন্টিবায়োটিক তখন আপনি কি বলে দেন তাকে এটা এন্টিবায়োটিক কি না। মানে কি নির্দেশনা দেন এন্টিবায়োটিক দেবার সময়

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ এন্টিবায়োটিক দেবার সময় অবশ্যই বলে দিই আমি, যে এটা আপনাকে এন্টিবায়োটিক দেয়া হইছে আপনি এই ঔষুধ টা মিনিমাম ১ সপ্তাহও ,এটা সাতদিন খেতেই হবে আরকি আপনার অসুখ ভাল হয়েও গেলে এটা একটা নির্দিষ্ট একটা কোর্স আছে , একটা ডোজ আছে আপনি এটা সাতদিন খেয়ে নিয়েন

প্রশ্নকর্তা ঃ শুধু এইটুকু বলেন নাকি আরও অন্য বলেন ,কতদিন খেতে হবে, ডেইলি কিভাবে খেতে হবে বা এটা না খেলে কি

উত্তরদাতাঃ ডোজটা তো অবশ্যই মেইনটেইন করার কথা বলে দিই ,যেটার যে ডোজ আছে ঐ ডোজটা মেইনটেইন করার বলে দিই আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ হুম

উত্তরদাতাঃ যদি আমি সিপ্রসিন দিই বলে দিই যে আপনি সকালে একটা রাতে একটা আপনি সাত দিন খাবেন। যদি এমক্সাসিলিন দিই সেক্ষেত্রে বলে দিই আপনি ৮ ঘণ্টা পর পর সকালে একটা দুপুরে একটা রাতে একটা খাবেন

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ বা পাতার মধ্যে লিখে দিই অথবা স্ট্রিপটা কেটে দি

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা । এছাড়া আর কি করেন যদি ওরা কনটিনিউ না করে আরকি তাহলে কি হবে বা এটার কোন সাইড ইফেকট আছে কিনা এইগুলো বলেন কিনা

উত্তরদাতাঃ না অনেক সময় বলা হয় আবার অনেক সময় বলা হয় না

প্রশ্নকর্তা ঃ মানে সবসময় বলা হয় না

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা। তো এই সাইড ইফেকট সবসময় বলা হয় না বুজলাম কিন্তু ধরেন কতদিন খেতে হবে , কিভাবে খেতে হবে এই জিনিসটা কি সবসময় বলা হয় রোগীকে

উত্তরদাতাঃ কিভাবে খাইতে হয় কতদিন খাইতে হয় এটা সবসময় বলে দিই

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা। শুধু ওই সাইড ইফেকট টা বলা হয় না । যখন আপনি কোন নির্দিষ্ট রোগীকে এন্টিবায়োটিক দেন যেটা আগেই জিজ্ঞাস করছি আরকি যে সিদ্ধান্তটা নিবার সময় আরকি আপনি কিভাবে নেন । যে একজন রোগী আসলো , সে আসলে কতদিন পরে আসলো , সে আগে কোথাও গেছে কিনা এই জিনিসগুলো আপনি কিভাবে বুঝেন মানে বুঝে তাকে কিভাবে এন্টিবায়োটিকটা দিচ্ছেন

উত্তরদাতাঃ যখন তাকে বলা হয় তাকে তখন ত সে বলে যে আমি এইভাবে আছি এতদিন আছি, যেমন একজন রোগীর জ্বর হল আমার কাছে আসলো তখন ঠিক আছে অনেকে বলে আজকে সকাল থেকে , অনেকে বলে আজকে ২ দিন হয়ে গেছে , অনেকে বলে আজকে ৫ দিন হয়ে গেছে। একজনের আসছে কাশ নিয়া কতদিন ধরে কাশ, অনেকে বলে এই সকাল থেকে শুর" হইছে , অনেকে বলে আজকে তিনদিন হয়ে গেছে , অনেকেই বলে আমার ৬ মাস ধরে কাশ অনেকে বলে ১৫ দিন ধরে কাশ, তখন ওইটা আসলে ওনাদের বলার প্রেক্ষিতে বলার উপর ডিপেন্ড করেই ডিসিশনটা নেয়া হয় আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ তো আপনার কাছে সাধারণত কোন কোন ধরণের রোগী আসে কোন কোন অসুখ এর রোগী আসে

উত্তরদাতাঃ আমার কাছে সাধারণত গরিব এলাকা তো সব ধরনের লোকজন আছে তো সবধরনের রোগী আছে আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ হুম

উত্তরদাতাঃ যদি আমার সম্ভব না হয় তাহলে আমার পাশেই হাসপাতাল আছে সরকারী হাসপাতাল আছে , ক্লিনিক আছে। আমার সম্ভব না হলে আমি বলে দিই যে আপনি ওই ডাক্তার এর কাছে চলে যান

প্রশ্নকর্তা ঃ কিন্তু ধরেন মানে আগে বলছিলেন প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট এর জন্য আসে । কিন্তু একচুয়ালি আসলে নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে কোন কোন রোগের জন্য আপনার কাছ থেকে ঔষুধ নিচ্ছে

উত্তরদাতাঃ আমার কাছ থেকে ওই যে বললাম প্রাথমিক যে ট্রিটমেন্টগুলা ওইগুলোর জন্য ঔষুধ নিচ্ছে। প্রাথমিক যে ঠান্ডা, জ্বর , কাশ , মানে ওইরকমই আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ ছোটখাটো হয়ত কেটে গেছে , ছোটখাটো ইনফেকশন , ছোটখাটো প্রাথমিক যে ট্রিটমেন্টগুলো প্রয়োজনীয় ওই ট্রিটমেন্টগুলো দেয়া হয়, একটু মেজর হলে আমাদের এখানে পাশে হাসপাতাল আছে ওইখানে যেতে হয় (১৫ মিনিট)

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা । কেটে গেলে কি আপনি এখানে সেলাই করেন

উত্তরদাতাঃ আমি সেলাই করি না এখন আগে করতাম

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ এখন বন্ধ করে দিছি

প্রশ্নকর্তা ঃ এখানে দেখতাছি একটা বেড ও আছে আপনার , এখানে কি ডাক্তার বসে

উত্তরদাতাঃ ডাক্তার আপাতত বসে না কেউ

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ একজন বসত আগে , এখন আর বসে না

প্রশ্নকর্তা ঃ এখানে কি আপনি নিজে চিকিৎসা দেন

উত্তরদাতাঃ আমি নিজেই চিকিৎসা দিই

প্রশ্নকর্তা ঃ তাহলে এই যে এন্টিবায়োটিক এর তো বিভিন্ন দাম আছে দামি ঔষুধ আছে আবার কম দামেরও আছে এটা কি ওদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে মানে জনগণের আরকি

উত্তরদাতাঃ এটা আমাদের দেশের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে

প্রশ্নকর্তা ঃ বাইরে, তাইলে

উত্তরদাতাঃ এক শ্রেণির লোক কিনে খাইতে পারে ওই যেমন বললাম আমি যে এলাকায় আছি এখানে ম্যাক্সিমাম লোকই হচ্ছে গরিব

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ সেটা আগেই বলছেন

উত্তরদাতাঃ আগেই বলছি। তাইলে যেহেতু গরিব সেহেতু আপনারা বুঝেনই একজন মানুষের যদি ওইরকম ইনকাম থাকে তাইলে সে একটা এন্টিবায়োটিক ৩৫ টাকা বা ১৫ টাকা দিয়ে কিনে খেতে পারে

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ যখন তার ক্রয় ক্ষমতার সামর্থ্যের মধ্যে থাকে, আর যখন ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায় তখন তো ধরেন এটা আর সম্ভব হয় না । দেখা গেছে অনেকে একদিন একটা খেয়ে আর আমার টাকা নাই আমি আর খাইতে পারতেছি না , কিনতে পারতেছি না

প্রশ্নকর্তা ঃ আমরা যেটা বলছিলাম যে আমাদের ওই যে বাজার মূল্য আরকি যেটা আপনি বললেন যে ওদের ক্রয় ক্ষমতার বাইওে আরকি , কিনতে পারে না অনেক সময়, একটা খাবার পরে ওরা কনটিনিউ করতে চায় না বা করতে পারে না তাহলে কি ওরা যেভাবে এই নিচ্ছে কিভাবে ঔষুধ গুলা তাহলে, যখন আপনি দিচ্ছেন যে সাতদিনের কোর্স, বললেন আগে হচ্ছে এযিথ্রমাইসিন ৩ দিনের দিলেই হত আর এখন সাতদিনের দেয়া লাগে। তো সাতদিন দিলে ওরা কি এখন সাতদিন নিতে পারতেছে নাকি কিভাবে নিচ্ছে ঔষুধ টা

উত্তরদাতাঃ এটা তো আসলে একসাথে ওরা নিতে পারতেছে না সেটা তো আমি আপনাকে বারবারই বলতেছি যে, এরা তো গরিব মানুষ , গরিব মানুষ ওরা নিতে পারতেছে না সেক্ষেত্রে ২-১ দিনের নিচ্ছে বা সরবচ্ছ ২ দিনের নিচ্ছে , একটু ভাল হইলে পরে আর ধরেন নিচ্ছে না

প্রশ্নকর্তা ঃ তাইলে তখন আপনি কি বলেন

উত্তরদাতাঃ ওরা ২ টার অভাবি একটা হচ্ছে ওরা যে টাকাটা কামাই করে ওই টাকাটা দিয়ে ওদের ধরেন ওদের চাউল ডাল কিনতে শেষ হয়ে যায় ওই ৪০ টাকা দিয়ে ওরা একটা ঔষুধ কিনার জন্য ওরা অতটা রাজি না , আরেকটা ধরেন যে একটু অবহেলা করে যে একটু তো ভাল হয়েই গেছি না খেলে হয়ত ঠিক হয়ে যাব

প্রশ্নকর্তা ঃ কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমি জানতে চাইব আপনি কিছু বলেন কিনা এদেরকে

উত্তরদাতাঃ না আমি তো

প্রশ্নকর্তা ঃ যখন বললেন ২ দিনের বা ১ দিনের ঔষুধ নিয়ে যাচ্ছে

উত্তরদাতাঃ আমি যখন ঔষুধ দিই তখন তো বলে দিই এটা একটা এন্টিবায়োটিক

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ এটা পুরা সাতদিনই আপনাকে খাইতে হবে। যেমন একটু আগে একটা লোককে বলে দিলাম যে আপনি সাতদিনই এই ঔষুধ টা খাইতে হবে এটা একটা এন্টিবায়োটিক ঔষুধ । আর ডাক্তার লিখে দিছে সাতদিন ওই সাতদিনই ওটা খাবে

প্রশ্নকর্তা ঃ তো এখন কথা হচ্ছে সে তো ২ দিনের নিয়ে গেল সে যে বাকি দিনগুলো নিবে কি নিবে না এই জিনিসটা আপনি তাকে কিভাবে বলেন

উত্তরদাতাঃ এই যে বলে দিই যে ভাই ২ দিন খাবার পরে আইস, এসে আবার ঔষুধ টা নিয়ে যেও

প্রশ্নকর্তা ঃ তো সে কি নিতে আসে

উত্তরদাতাঃ অনেকে আসে অনেকে আসে না । এটা সঠিক আসলে ওভাবে বলা যাবে না । ঠিক আছে।

প্রশ্নকর্তা ঃ কিন্তু এখানে এই এলাকার যে লোকজন এরা কি যেহেতু ১৪ বছর ধরে, ১৪ বছর ধরেই কি আপনি এই জায়গায় আছেন একই জায়গা। তাহলে আপনার যে রোগী রা আছে রোগীদেরকে আপনি অনেককেই চিনেন

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ অনেককেই চিনি আবার অনেকে ধরেন আছে অনেকে চলে গেছে আবার অনেকে নতুন করে লোক আসছে , আবার আসছে আবার যাচ্ছে কেউ আসলে এখানে স্থায়ি না, ২-১ জন আছে হয়ত স্থায়ি কিন্তু সবাই তো আসতেছে যাইতেছে ,আসতেছে যাইতেছে

প্রশ্নকর্তা ঃ তো আপনি তাদের কি কখনো ফলোআপ করেন কিনা

উত্তরদাতাঃ আমরা আসলে ফলোআপ এ থাকি আরকি ,যারা ভাল ,রেগুলার আরকি ইয়ে করে আরকি এগুলো একটু ফলোআপ এ থাকি আরকি, আর যারা ৬ মাস এক বছর ধরে আছে আরকি উনাদের তো আসলে ফলোআপ এর আসলে কিছু থাকে না

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ যারা আছে ২-৪-৫ বছর আছে বা থাকে উনাদেরকে ফলোআপ এ রাখি

প্রশ্নকর্তা ঃ তো আপনার এখানে ম্যাক্সিমাম রোগীরা কি অর্ধেক নিয়ে যায় ওই ২ দিনের নিয়ে যায় ঔষুধ, পুরাটা করে না এইরকম

উত্তরদাতাঃ ম্যাক্সিমামই শর্ট কোর্স নিয়ে যায় আরকি পুরাটা নেয় না

প্রশ্নকর্তা ঃ তখন সে রোগী যদি আবার আপনার কাছে আসে তখন আপনি কি করেন সেই রোগী আবার অসুস্থ হয়ে আপনার কাছে আসলো , সেম অসুস্থতা নিয়ে তখন আপনি তাকে কি বলেন

উত্তরদাতাঃ তখন বলি আপনি ওই সময় কেন এই ঔষুধ গুলো বন্ধ করলেন, এটা তো আপনার বডিতে রেজিস্ট্যন্টহয়ে গেছে

প্রশ্নকর্তা ঃ তখন আপনি তাকে কি ঔষুধ দেন

উত্তরদাতাঃ তখন বলি যে আপাতত ডায়েট, চলাফেরাটা একটু কন্ট্রোল করে চলেন দেখেন হয়ত ভাল হয়ে গেলে এন্টিবায়োটিক আপাতত খাবার দরকার নাই

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা পরের বার আপনি আর এন্টিবায়োটিক দেন না , তাহলে কি সে সুস্থ হয় নাকি আবার আপনার কাছে আসে

উত্তরদাতাঃ যদি আবার সে আসে সেক্ষেত্রে সুস্থ না হয়, যদি আপনি আবার এন্টিবায়োটিক খাইতেই চান আপনাকে তাহলে পুরা সাতদিনই খেতে হবে , ডোজ মিস করা যাবে না আপনি ডোজ মিস করতে পারবেন না , যদি এইভাবে আসেন তাহলে আমি দিব না হলে আপনি একজন ডাক্তার দেখান ডাক্তার দেখান তারপরে আসেন

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা আপনি যখন কোন রোগী আসলো তার অসুখের বর্ণনা দিল , তখন আপনি যাকে ঔষুধ দিচ্ছেন আরকি তখন আপনি কোন ঔষুধ টাকে একচুয়ালি প্রাধান্য দেন । এন্টিবায়োটিক ঔষুধ টাকে বেশি প্রাধান্য দেন নাকি অন্য নরমাল ঔষুধ গুলোকে

উত্তরদাতাঃ আমি নরমাল ঔষুধ গুলোকে বেশি প্রাধান্য দিই

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা কেন

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়োটিক আসলে এটা লং টাইম তো ব্যবহার করা ঠিক না এটা বডিতে যেহেতু ইফেকট করে, রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায়, একটা সময় দেখা গেছে অনেক ইয়ে করে বডির মধ্যে যখন বয়স হয় তখন এটা আস্তে আস্তে উপলব্ধি করা যায় আরকি তো সেক্ষেত্রে ধরেন যে একটা মানুষ নরমালি একটা ঔষুধ খেয়ে ভাল হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক খাবার কোন প্রয়োজন নেই

প্রশ্নকর্তা ঃ হুম আর এই নরমাল ঔষুধ এবং এন্টিবায়োটিক এর মধ্যে পার্থক্যটা কোন জায়গায় আসলে

উত্তরদাতাঃ নরমাল ঔষুধ আর এন্টিবায়োটিক এর মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে গিয়ে

প্রশ্নকর্তা ঃ মানে এন্টিবায়োটিক ঔষুধ আর নন এন্টিবায়োটিক যেগুলো আছে যেমন এন্টিবায়োটিক ছাড়া অন্য ঔষুধ গুলা আছে , এই দুইটার মধ্যে পার্থক্যটা আসলে কোন জায়গায় (২১ঃ৫৫ মিনিট)

উত্তরদাতাঃ দুইটার মধ্যে পার্থক্যটা আসলে কোন জায়গায় এটা তো আসলে আমি আপনাকে ওভাবে বলতে পারব না যদিও এন্টিবায়োটিকগুলো তো এন্টিবায়োটিকটা হচ্ছে এটা একটা অ্যা কি জানি বলে, নন এন্টিবায়োটিকগুলো সাধারনত যেমন এন্টিহিস্টামিন, প্যারাসিটামল এই ঔষুধ গুলা তো বডিতে দীর্ঘ সময় ইয়ে করে না ঠিক আছে এটা ধরেন এই খাওয়ার পরে যতটুকু নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত এটার ইয়ে টা চলে যায় , তখন এটা বডিতে তেমন কোন ইফেকটিব হয় না

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা মানে এটা বডিতে বেশি ইফেক্ট করে না বললেন ওই যে প্যারাসিটামল, নন এন্টিবায়োটিকগুলা। আর অন্য দিকে এন্টিবায়োটিক

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়োটিকগুলা যেহেতু ঠিকভাবে ইউজ করা হয় না এটাত বডিতে একটা ইফেক্ট করে যেমন জীবাণুগুলোকে ব্যাকটেরিয়াগুলোকে এন্টিবায়োটিক সাধারণত ইয়ে করে তো সেক্ষেত্রে ধরেন সঠিকভাবে এটা ইউজ করা না হলে এটা বডিতে জীবাণুগুলো ইয়ে হয় না। এটা আবার আস্তে আস্তে আরেকটু শক্ত হয়ে দাড়ায় আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ মানে জীবাণুগুলো শক্ত হয়ে দাড়ায়, এই যে এন্টিবায়োটিক বেশি ইউজ করলে নাকি বুঝি নি এটা

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়োটিক সঠিকভাবে ইউজ না করলে, দেখা যাচ্ছে সঠিকভাবে ইউজ হচ্ছে অনেকে তো সঠিকভাবে ইউজ করতেছে না এন্টিবায়োটিকগুলা

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, আর যে নরমাল ঔষুধ গুলা যদি এইরকম করে তাহলে সেক্ষেত্রে কোন সমস্যা হয় না

উত্তরদাতাঃ ঔষুধ গুলোতে কেমিক্যাল সবগুলোই একটু ক্ষতিকারক যেহেতু এটা একটা কেমিক্যাল সবগুলোই একটু ক্ষতিকারক সেক্ষেত্রে ধরেন যদি কেউ না ব্যবহার করে পারে সেক্ষেত্রে তো ভালই না।

প্রশ্নকর্তা ঃ যদি আপনার এন্টিবায়োটিক সঠিকভাবে ইউজ না করে তখন বডিতে ইফ্যাক্ট করে তাহলে জীবাণুগুলো শক্ত হয়ে যায়

উত্তরদাতাঃ রর্জেস্ট্যন্টহয়ে যায়

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ রর্জেস্ট্যন্টহয়ে যায়, আর অন্যদিকে যে নন এন্টিবায়োটিক ঔষুধ গুলো আরকি সেগুলো যদি রেগুলার ঠিকভাবে ইউজ করা না হয় তাহলে এটা কি কোন ইফেক্ট পরে কিনা

উত্তরদাতাঃ অতটা ইফেক্ট পরে না অতটা না।

প্রশ্নকর্তা ঃ এইটা কি এই ২টার মধ্যে পার্থক্য করতেছে, এই ২ টা ওষুধের মধ্যে

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়োটিক আর নন এন্টিবায়োটিক এর মধ্যে তো অবশ্যই পার্থক্য আছে

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা , তাহলে এই যে আপনার কাছে যখন কোন রোগী আসলো ধরেন ওরা নিজেরাই আপনার কাছ থেকে এন্টিবায়োটিক চাইল , কোন ঔষুধ এর নাম ধরে বা এন্টিবায়োটিক চাইল প্রেসক্রিপশন ছাড়া তখন আপনি কি করেন

উত্তরদাতাঃ তখন আমি জিজ্ঞাসা করি এটা কেন খাবেন বা কয়টা খাইছেন বা কতদিন খাইতেছেন এইরকম জিজ্ঞাসা করা হয়

প্রশ্নকর্তা ঃ তো আপনি কি দিয়ে দেন তাকে

উত্তরদাতাঃ যদি দেখি যে না দেখা গেছে সে ৩ টা খাইসে আরও ২ টা লাগবে বা তার ওই প্রয়োজনের জন্য খাইসে মোটামুটি ভাল আছে তখন দেখা যায় সেক্ষেত্রে দিয়ে দিই

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, এইরকম কি কখনও হইছে যে আপনি তাদেরকে ঔষুধ দেন নাই বা ইয়ে করছেন মানে আপনার কাছে কি কোন রোগী আসে কি প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক ঔষুধ চায়

উত্তরদাতাঃ অনেকেই চায় (২৫ঃ২৭ মিনিট)

প্রশ্নকর্তা ঃ ওরা কি তাহলে এন্টিবায়োটিক এর নাম ধরে চায় নাকি এন্টিবায়োটিক বলে

উত্তরদাতাঃ অনেকে যারা জানে তারা নাম ধরে চায় বা ১ দিন খাইছে বা ২ দিন খাইছে পরতে পারে ওরা মনে করেন অনেক সময় নাম ধরে চায়

প্রশ্নকর্তা ঃ সেটা তো হচ্ছে ১ দিন ২ দিন খাবার পরে আরও হয়ত নিতে আসছে। কিন্তু এইরকম কি কখনও হইছে যে ওরা অলরেডি খায় নাই কিন্তু ওরা

উত্তরদাতাঃ কিন্তু এসেই বলে এন্টিবায়োটিক দেন

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ না না এইরকম কখনও হয় নি । এইরকম কেউ আসলে করে না

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা । এইরকম বলে না

উত্তরদাতাঃ খায় নি বাট এসেই বলে এন্টিবায়োটিক দেন এইরকম কেউ করে না

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা হয়ত ১-২ দিন খেয়ে তারপর আবার কিনতে আসছে । আচ্ছা তো এইবার আমরা একটু ঝুঁকি নিয়ে কথা বলব এন্টিবায়োটিক ব্যবহার এর ঝুঁকি নিয়ে । তো এক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কি রকম ভুমিকা পালন করে ?

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়োটিক

প্রশ্নকর্তা ঃ রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে আরকি কি রকম ভুমিকা পালন করে ? ধরেন কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে এটা বেশি ভাল , কোন ধরনের রোগটা এক্ষেত্রে বেশি ভাল হয় এই যে এই জিনিসগুলা আরকি

উত্তরদাতাঃ আসলে এটা রোগী ভিত্তিক আরকি যেমন নরমালি ধরেন দেখা গেছে ওই যে যাদের হালকা ঠান্ডা যেমন এখন একটা সিজন আছে অনেকের দেখা গেছে হালকা ঠান্ডা কাশ হচ্ছে সেক্ষেত্রে ধরেন নরমালি এমক্সাসিলিনই যথেষ্ট অনেকের আছে দেখা গেছে ৫-৭ দিন হয়ে গেছে কমতেছে না সেক্ষেত্রে ধরেন অনেকে আমরা আছি যারা এযিথ্রমাইসিন বা সেফিক্সিম টা ব্যবহার করে থাকি আরকি, ৫ দিন অথবা ৭ দিন ব্যবহার করে থাকি

প্রশ্নকর্তা ঃ এইগুলো তাহলে ঐযে ধরেন একটা হচ্ছে সিজন চেঞ্জ এর ক্ষেত্রে , আর যদি ৭ দিন বা ১০ দিন ঔষুধ টা

উত্তরদাতাঃ নরমালি অনেকে দেখা গেছে অসুস্থ হয়ে গেছে

প্রশ্নকর্তা ঃ আসলে কি রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক এর তাহলে কি রকম ভুমিকা আছে ? এন্টিবায়োটিক এর কাজটা কি তাহলে ?

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়োটিক এর কাজটা হচ্ছে গিয়ে জীবাণুগুলোকে মেরে ফেলা বা ধ্বংস করে দেয়া আরকি। জীবাণু দ্বারা আরকি এটা হইতেছে , ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ওই সমস্যাটা হইতেছে , এন্টিবায়োটিক এর কাজ হচ্ছে জীবাণুটাকে ধ্বংস করে দেয়া আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ এটা হচ্ছে এন্টিবায়োটিক এর কাজ। তো এন্টিবায়োটিক এর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বলতে কোন সাইড ইফেক্ট আছে কি?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ অবশ্যই সাইড ইফেক্ট আছে সাইড ইফেক্ট

প্রশ্নকর্তা ঃ এগুলো কি কি রকম সাইড ইফেক্ট এবং এগুলো কিভাবে মোকাবিলা করা হয়

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়োটিক এর সাইড ইফেক্ট তো বলতে আপনার আমরা নরমালি যেটা বডিতে দেখা গেছে নরমালি যে কোন এটা ইউজ করলে বডিতে আপনার ইয়ে হয়ে যাইতেছে রর্জেসট্যন্টহয়ে যায় একটা এন্টিবায়োটিক রর্জেসট্যন্টহয়ে যায়, দেখা যায় এরপর এন্টিবায়োটিকটা ওর উপর তেমন ভাল কাজ করতেছে না, তখন আর ওই এন্টিবায়োটিকটা আর ভাল কাজ করছে না। তারপর অনেক সময় দেখা গেছে একটা এন্টিবায়োটিক অনেক লং টাইম খাইলে তখন একটা ভাল এন্টিবায়োটিক আর কাজ করে না

প্রশ্নকর্তা ঃ বুঝি নাই

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়োটিক ঠিক মত না খাইলে অনেক সময় দেখা গেছে যে এর পরে এন্টিবায়োটিক এ আর ভাল কাজ করে না, অই সমস্যাগুলোই আমাদের দেশে বেশি ফেস করতে হয় আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা এটা তো হচ্ছে এন্টিবায়োটিক না খাবার কারণে , কিন্তু এন্টিবায়োটিক এর সাইড ইফেক্ট আছে কিনা? এন্টিবায়োটিক খাবার সাইড ইফেক্ট আরকি, একজন রোগীকে এন্টিবায়োটিক দিলেন, সে খাইল , খাবার পরে তার কোন সাইড ইফেক্ট হবে কিনা

উত্তরদাতাঃ সাধারনত ওই রকম খুব কমই দেখা যায়

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা কম দেখা যায় কিন্তু আসলে দেখা যায় কিনা

উত্তরদাতাঃ যায়

প্রশ্নকর্তা ঃ দেখা যায় আচ্ছা তারমানে এন্টিবায়োটিক এর কোন সাইড ইফেক্ট নাই

উত্তরদাতাঃ সাইড ইফেক্ট তো অবশ্যই আছে কিন্তু তাৎক্ষনিক ওই রকম আপনার দেখি নাই আরকি খাবার পর তাৎক্ষনিক ওই রকম সাইড ইফেক্ট হয়ে গেল এইরকম সাধারণত আমরা খুব একটা দেখি নাই

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, তো এই একটু আগে আপনি বলতেছিলেন এন্টিবায়োটিক রর্জেস্ট্যন্টএর কথা আরকি তো এটা সম্পর্কে আমি জানতে চাইব আরকি । যদিও আপনি একটু আগে বলছেন রর্জেস্ট্যন্টহয় হচ্ছে আপনার ঔষুধ টা ঠিকমতো না খেলে, কোর্সটা ঠিকমতো কমপিলট না করলে সেটা হয় (৩০ঃ১৬ মিনিট) । তো যদি এইরকম হয় তাহলে এটা কিভাবে সমাধান করা যায়

উত্তরদাতাঃ এর জন্য এন্টিবায়োটিক এর ইয়ে টা কমাতে হবে , প্রয়োজন ছাড়া অপ্রয়োজনীয়ভাবে অনেকে আছে যে প্রয়োজন নাই তারপরেও এন্টিবায়োটিকটা ব্যবহার করছে অনেকে মানে ওই ব্যবহার টা কমাতে হবে আরকি । অপ্রয়োজনীয় যে ব্যবহার ওইটা কমাতে হবে আরকি , কমাতে বলতে চেষ্টা করতে হবে আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ যাতে রর্জেস্ট্যন্টক্রমে

উত্তরদাতাঃ কমে

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, এন্টিবায়োটিক রর্জেস্ট্যন্টএর ইয়ে যদি কমাইতে চাই আরকি তাহলে আপনি বললেন যে তাদেরকে

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়োটিক এর সঠিক ব্যবহার এবং অপ্রয়োজনীয়, অনেকে আছে আসলেই আমরা অনেক সময় সামান্য কিছু নিয়ে আসলে হয়ত একটা এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিই। আমাদের এই ব্যবহার গুলো যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করতে হবে কমানোর জন্য

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা এটা আসলে কোন লেবেল থেকে আসলে বেশি কমানো দরকার , কন্ট্রোল করা দরকার

উত্তরদাতাঃ এটা আসলে আমাদের যারা আমরা এই প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট করি এদের কাছ থেকে এটা কমাতে হবে সাধারনত আমাদের লেবেলেই এই এন্টিবায়োটিক এর অনেক সময় ডাক্তাররাও লিখে, অনেক সময় আমরা লিখি ,সাধারনত ডাক্তাররা লিখে, যাই হোক সেক্ষেত্রে সবার পক্ষ থেকে এই চেষ্টাটা করতে হবে কমানোর জন্য আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ সঠিকভাবে যেন এন্টিবায়োটিক

উত্তরদাতাঃ এন্টিবায়োটিকটা যেন সঠিক উইটিলাইয করা হয়

প্রশ্নকর্তা ঃ রোগীরা যেন সঠিকভাবে এন্টিবায়োটিক খাইতে পারে এটার জন্য কি করা যায়

উত্তরদাতাঃ এটার জন্য আসলে সঠিকভাবে খাইতে পারে সেটার জন্য আসলে রোগীদেরকে সঠিকভাবে ইয়ে করতে হবে আরকি, একটু সচেতন করে তুলতে হবে আরকি যে আপনি এই এন্টিবায়োটিকগুলা এইভাবে ব্যবহার করতে হবে, অযথা এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যাবে না, অপ্রয়োজনীয়ভাবে

প্রশ্নকর্তা ঃ আর যে ওদের কাছে কি চ্যালেঞ্জ আসলে এন্টিবায়োটিক সঠিকভাবে ব্যবহার না করার যে চ্যালেঞ্জটা মানে রোগীদের ভিউ থেকে জানতে চাচ্ছি

উত্তরদাতাঃ আসলে ওইটা আমাদের কাছে যখন আসবে, তখন আমরা ওনাদেরকে ওইটা সঠিক ইয়ে টা দিতে হবে আরকি ধরেন দিকনির্দেশনাটা সঠিক দিকনির্দেশনাটা আসলে আমাদেরকে দিতে হবে

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ সেটা তো আপনি নাহয় দিলেন কিন্তু ওদের দিক থেকে কি চ্যালেঞ্জ আসলে সঠিকভাবে না খাওয়ার এন্টিবায়োটিকটা মানে কেন ওরা সঠিকভাবে এন্টিবায়োটিকগুলো খাচ্ছে না অথছ আপনি বলতেছেন যে তাকে সাতদিন খাইতে হবে তারপরেও সে কেন খাচ্ছে না (৩৩ঃ২৯ মিনিট)

উত্তরদাতাঃ ঐযে অনেক অবহেলা আছে কিছু তারপরে আর্থিক অস্বচ্ছলতাও আছে ঠিক আছে

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা এটাই বলতেছিলাম আরকি ওদের হচ্ছে অবহেলা আর সঠিকভাবে খায় না আরকি এটার জন্য

উত্তরদাতাঃ অবহেলার কারনে সঠিকভাবে খায় না আর একটা হচ্ছে আর্থিক অস্বচ্ছলতা

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা মেইনলি এই ২ টাই

উত্তরদাতাঃ এই ২ টার কারনে অনেক সময় খায় না

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা আমরা তাহলে এবার একটু নীতিমালা সম্পর্কে কথা বলব আরকি এন্টিবায়োটিক এর নীতিমালা । এখানে কি আপনাদের এখানে কোন পর্যবেক্ষক নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা আছে কিনা রেগুলেটরি কমিটি বা এইরকম কিছু , যারা এন্টিবায়োটিক ব্যবহার টাকে দেখতেছে

উত্তরদাতাঃ এখানে আসলে ওইরকম নাই কিন্তু দ্রাগের লোকজন আসে মাঝে মধ্যে

প্রশ্নকর্তা ঃ দ্রাগের লোকজন বলতে আর একটু স্পেসিফিক যদি করেন

উত্তরদাতাঃ দ্রাগের লোকজন বলতে ধরেন আমাদের এই যে ইয়ে আছে ফার্মেসি কাউন্সিলের অনেক সময় ওনারা আসে অনেক সময় আবার ম্যাজিস্ট্রেটও আসে

প্রশ্নকর্তা ঃ ম্যাজিস্ট্রেটও আসে। তো ম্যাজিস্ট্রেট তো গবমেন্টের

উত্তরদাতাঃ গবমেন্টের

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ আর ওটাও গবমেন্টের ফার্মেসি কাউন্সিলের যেটা ওটাও গবমেন্টের

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা এরা মাঝে মাঝে এসে দেখে যায় । আচ্ছা তো এন্টিবায়োটিক ব্যবহার সম্পর্কে এমন কোন কি নীতিমালা আছে

উত্তরদাতাঃ না ওনারা এমন কোন নীতিমালা দেয় নি

প্রশ্নকর্তা ঃ নীতিমালা নাই

উত্তরদাতাঃ ওনাদের কথা একটাই যতদূর সম্ভব যেখানে সেখানে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার না করাটাই হচ্ছে বেটার

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা এটাই বলে যায় ওরা মানে হচ্ছে এসে আসলে কি দেখে

উত্তরদাতাঃ আসলে ওনারা এসে তো আর এগুলো দেখে না দেখে ড্রাগের লোকজন এসে উনারা দেখে যে আপনার দোকানে ঔষুধ পাতিগুলো ডেট আছে কিনা, বা আপনে কোন ধরনের ঔষুধ বিক্রি করেন কিছু কিছু কোম্পানি আছে যেগুলা ধরেন ঔষুধ বিক্রি করা নিষেধ ওই সমস্ত বিক্রি করে কিনা, উনারা আসে কয়দিনের জন্য আরকি, উনারা ওই এন্টিবায়োটিক এর ইয়ে নিয়া আসে না তারপরেও হয়ত অনেক সময় বলে আরকি যে এন্টিবায়োটিক এর সঠিক ইউটিলাইয করার জন্য

প্রশ্নকর্তা ঃ এটা জাস্ট এইগুলা বলে কিন্তু মেইনলি দেখে যে এক্সপায়ার ডেট বা কোম্পানি এইসব । আচ্ছা কোন সরকারি নীতিমালা সম্পর্কে আপনি কি জানেন এন্টিবায়োটিক ব্যবহার সম্পর্কে কোন সরকারি নীতিমালা আছে এইরকম

উত্তরদাতাঃ না আমি তা তো জানি না

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় এন্টিবায়োটিক ব্যবহার সম্পর্কে কোন নৈতিক নীতিমালার প্রয়োজন আছে বাংলাদেশে

উত্তরদাতাঃ যদিও এইরকম কোন নীতিমালা প্রণয়ন করে সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে ভালই হবে আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা কেন

উত্তরদাতাঃ আমার মনে হয় যে ভালই হবে কারন সেক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক এর সঠিক ইউটিলাইযটা হবে

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা তো নীতিমালাটা হয়ে গেলে সঠিক ইউটিলাইয হবে আসলে

উত্তরদাতাঃ এটা ওখান থেকে ওনারা করে দিবে যে পর্যায়ে কোন এন্টিবায়োটিকটা ব্যবহার করা যাবে , নীতিমালা ওনারা প্রণয়ন করে দিবে

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা মানে নীতিমালার মধ্যে ওই জিনিসটা থাকতে হবে

উত্তরদাতাঃ থাকতে হবে

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা তো আপনি কি এইরকম কাউকে জানেন মানে আপনাদের এরিয়ায় বা অন্য জায়গায়ও বলেন , যেহেতু আপনি এই লাইনে অনেক বছর ধরে আছেন সেক্ষেত্রে যে এন্টিবায়োটিক এর প্রেসক্রিপশন করে অযৌক্তিকভাবে প্রেসক্রিপশন করতেছে এইরকম কেউ আছে কি

উত্তরদাতাঃ এইরকম অযৌক্তিকভাবে কেউ করে সেটা আমি বলতে পারব না ঠিক আছে আসলে

প্রশ্নকর্তা ঃ ঐযে অযৌক্তিকভাবে কিছু আছে বেবসাহি বলেন বা ডাক্তার বলেন যারা অযৌক্তিকভাবে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রিপশন করতেছে, লাগতেছেনা রোগীর হয়ত লাগবে না তারপরেও হয়ত অজউত্তিক ভাবে দিচ্ছে এইরকম কি হয়

উত্তরদাতাঃ এইরকম মাঝে মধ্যে কিছু হয় একদম যে হয় না যে আমাদের দেশে এটা কিছু কিছু জায়গায় হয়, আবার হয় না এটা একবারে বলা যাবে না

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা মানে হয় , কেন করে আসলে এরা

উত্তরদাতাঃ এটা আসলে ওই রকম ব্যাখ্যা দেয়া যাবে না , এই জন্য ব্যাখ্যা দেয়া যাবে না যে আমরা যারা নিম্নআয়ের বা নিম্ন মধ্যবিত্তের আমরা লোকজন আছি আমাদের চলার জন্য সবার এখন চলার জন্য তার কিছু টাকার দরকার । সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বাঁচার জন্য কিছু পয়সার দরকার, এখন অনেকে চিন্তা করে যে এখানে বিক্রি করলে আমার ২ টাকা আসবে আমি আমার ছেলে মেয়ে নিয়া ২ তা ডাল ভাত খাবো , আসলে ওই রকম একটা মেন্টালিটি অনেকের আছে

প্রশ্নকর্তা ঃ হুম তাহলে এন্টিবায়োটিক এর দামটা একটু বেশি বলে ওটা দেয় বেশি এইরকম কিছু কি

উত্তরদাতাঃ না ওইটা ওই কারনে ওইটা দেয় না । কারণটা মূলত ঐযে অভাব। কারণটা মূলত অভাব

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ যে দিচ্ছে তার হচ্ছে অভাব আছে সে জন্য সে দিচ্ছে , এখন সে এন্টিবায়োটিক দিচ্ছে অযৌক্তিকভাবে, দরকার নাই তারপরেও দিচ্ছে , তাহলে এক্ষেত্রে কি বলবেন আপনি

উত্তরদাতাঃ যদি কেউ দেয় অনেকে হয়ত দেয় কিন্তু আমি এটা সঠিকটা বলতে পারব না যে এটা দেয় কিনা, মানে এটা হল একটা জাস্ট আনুমানিক একটা এক্সাম্পাল আরকি, যদিও কেউ দেয় তাহলে তার অভাবের তাড়নায় দেয় আরকি, মানে দেখা গেছে ওইখানে একজনকে দিলে তার ২০ টাকা ইনকাম হল, ৫০ টাকা ইনকাম হল ওই কারনে দেয় আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ বিক্রি বেশি হল

উত্তরদাতাঃ বিক্রি বেশি হল ওই হল কারণটা, মূলত ওই কারণটাই

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা মানে যে দিচ্ছে তার আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য দিচ্ছে। তারমানে হচ্ছে ওই রোগীর লাভের থেকে নিজেদের আর্থিক সুবিধাকে বেশি দেখতেছে

উত্তরদাতাঃ নিজের সুবিধাটাকে প্রাধান্য দিচ্ছে বেশি

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা আচ্ছা এইরকম কি আপনাদের এখানে বা কখনও কি শুনছেন এইরকম হইছে বা অন্য কোথাও বাংলাদেশের বা অন্য কোন অঞ্চলে আপনাদের এখানে না হোক (৩৯ঃ৫৫ মিনিট)

উত্তরদাতাঃ আসলে ওইভাবে অনেকে আলোচনার সাপেক্ষে অনেকে অনেক রোগীরাও বলে যে আমি ওখানে গেছিলাম আমাকে এমনেতে এমনেতে এই ঔষুধ গুলা দিছে মানে এই রকম এ আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ কিন্তু আসলে যে এটার কোন সমাধান কি হয় শেষ পর্যন্ত

উত্তরদাতাঃ শেষ পর্যন্ত কোন সমাধান হয় না আর খুঁজে বের করাও মুশকিল এগুলা

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা, মানে রোগীরা তাহলে বুঝতেই পারে যে তাকে অযৌক্তিকভাবে দেয়া হইছে

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা এইরকম কি আপনার মনে হয় যারা এই যে মেডিকেল রিপ্রেসেনটেটিব যারা আছে যারা ড্রাগের কোম্পানির লোকজন আছে এরা কি কোন ভাবে কি কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে যে রোগীদের এন্টিবায়োটিকের বেশি ব্যবহার এর ক্ষেত্রে

উত্তরদাতাঃ হুমম না ওরা ওই রকম কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না

প্রশ্নকর্তা ঃ পারে না

উত্তরদাতাঃ ওরাতো ওই রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, ওরাতো জাস্ট ওদের ইয়েটা বলে আরকি, আমাদের এই এই আছে, এই এই ভাবে এটা ব্যবহার করতে পারেন আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ এটা কাকে বলে

উত্তরদাতাঃ এটা বিশেষ করে ওরা এমবিবিএস ডাক্তারদেরকে বেশি বলে আরকি, আর ক্লিনিস্ট যারা আছে ওনাদের মাঝে মধ্যে কিছু একটা বলে

প্রশ্নকর্তা ঃ কিন্তু রোগীদের কখনও কি ইনফ্লুএন্স করে কিনা

উত্তরদাতাঃ না না ওরা রোগীদের কিছু বলে না

প্রশ্নকর্তা ঃ মানে সরাসরি

উত্তরদাতাঃ আামার জানা মতে ওরা সরাসরি কোন রোগীকে ওনারা ওইরকম করে না

প্রশ্নকর্তা ঃ তাহলে কি আপনার মনে হয় পরোক্ষভাবে ওরা করতে পারে, এটা তো সরাসরি রোগীর সাথে তার ড্রিল হচ্ছে না, কিন্তু অন্যভাবে কি তারা করে আপনার কি মনে হয়

উত্তরদাতাঃ আমার মনে হয় ওইরকম করে না

প্রশ্নকর্তা ঃ মানে পরোক্ষভাবে ডাক্তার এর মাধ্যমে

উত্তরদাতাঃ আমার মনে হয় ওইরকম হয় না

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা এই যে আরেকটা জিনিস আছে আপনাদের এখানে যে প্রেসক্রিপশন লিখার সময় আরকি , যখন প্রেসক্রিপশন আপনি লিখবেন এন্টিবায়োটিক এমন কি কিছু লিখা যায় যাতে হচ্ছে রোগীরা সঠিকভাবে নিয়ম নির্দেশনা অনুযায়ী এন্টিবায়োটিক খাবে

উত্তরদাতাঃ এটা তো আসলে প্রেসক্রিপশনে লিখাই থাকে, একটা ডাক্তার যখন লিখে তখন ওটা লিখাই থাকে যেমন একটা এন্টিবায়োটিক এর নাম লিখল যেমন জিম্যাক্স একটা ট্যাবলেট লিখল , লিখে ডাক্তার কিন্তু তাকে মুখেও বলে দিচ্ছে এবং লিখেও দিচ্ছে যে এই ট্যাবলেটটা আপনি সাতদিন খাবেন, প্রতেকদিন রাতে একটা করে, এটা ডাক্তারও বলে দেয় আর আমরাও ফার্মেসিতে আছি আমাদের কাছে আসলেও আমরা বলে দিই

প্রশ্নকর্তা ঃ কিন্তু তারা তো তাও খাচ্ছে না

উত্তরদাতাঃ তাও খাচ্ছে না

প্রশ্নকর্তা ঃ এইজন্য বলতেছি তাহলে সঠিকভাবে খাবার জন্য তাদেরকে আর কি লিখা যায় ওই প্রেসক্রিপশনে, কি লিখলে এটাতে মানে আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি এখানে

উত্তরদাতাঃ এটা আসলে এখন ওইভাবে তো, আরেকটু বলে দিতে হবে ডাক্তারকে , ডাক্তাররাই ওনাদেরকে সচেতন করে দিতে হবে যে এই যে ঔষুধ টা আছে এটা পুরা কোর্সটাই খেয়ে নিতে হবে

প্রশ্নকর্তা ঃ লিখার থেকে বলাটাকে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে এইরকম কিছু

উত্তরদাতাঃ লিখেও দিতে হবে বলেও দিতে হবে যে এটা এন্টিবায়োটিক

প্রশ্নকর্তা ঃ তো এই যে একটা আছে ভোক্তা অধিকার আইন। ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে আপনি জানেন কিনা কনইজিইমার রাইটস

উত্তরদাতাঃ ভোক্তা অধিকার আইন এ তো ধরেন আমাদের দেশে কি রকম ইয়ে আছে আমি সঠিকটা জানি না। যদিও এক সময় পড়ছি এখন ভুলে গেছি ঠিক আছে

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা কিন্তু ভোক্তা অধিকার একটা আইন আছে

উত্তরদাতাঃ একটা আইন আছে, এখন ওখানে ভোক্তার সুবিধা নিয়ে কথা আছে, আমরা ভোক্তারা কতটুকু সুবিধা পাচ্ছি এখন সেটাই হল একটা বিষয় আরকি, এখন আমরা তো কোন দিক থেকে ভোক্তাকে কোন সুবিধা পাচ্ছে এদেশে কোন ভোক্তা কোন সুবিধা পাচ্ছে না যে জায়গায় সে আছে সেখানে সে অবহেলিত, একটা কোম্পানি ইচ্ছা করলেই ২০ টাকা দাম বাড়ায় দিতাছে, একটা ভোক্তার থেকে কিন্তু ডিসিশন নিবার কোন প্রয়োজন মনে করতেছে না কখনই না, কিছু দিন আগেও আমাদের দেশে কিছু ঔষুধ এর দাম বাড়ছে ১ টাকার ঔষুধ ২ টাকা, অনেক কোম্পানির বাড়ছে, যেমন একটা ভিটামিন আছিল আপনার ১৫০ টাকা এটা এখন ২৪০ টাকা । এটা কি কোন ভোক্তাকে জিজ্ঞাস করছে ওনারা ওনাদের মত করছে গবমেন্ট ও ওনাদেরকে সাধুবাদ জানাইছে, এখানে ভোক্তা নিয়ে কেউ কোন চিন্তা করে নি, করার সময়ও নাই

প্রশ্নকর্তা ঃ কিন্তু তার যে অধিকার সেই জিনিসটা তাহলে

উত্তরদাতাঃ কেড়ে নিল। এটা একটা ভোক্তার অধিকারটা কেড়ে নিল, কারন আপনি ১৪০ টাকার জিনিসটা আপনি ২০ টাকা বাড়াতে পারেন, ১০ টাকা বাড়াতে পারেন সেইখানে আপনি ২৪০ টাকা হইতে পারে না, কখনই হতে পারে না যেমন আজ থেকে ১ বছর বা ২ বছর আগে, না কতদিন আগে যেন সম্ভবত-- না কোন জায়গায় যেন একটা ঔষ ধ এর দাম কি যেন একটা ইনহেলার এর দাম কি যেন একটা, তো ওইটা গবমেন্টের অনুমতি ছাড়াই ১ টাকার টা মনে হয় দেড় টাকা না কত জানি হইছিল সাথে সাথে ওইটা গবমেন্ট ইয়ে করছিল ওই কোম্পানির বিরুদ্ধে একশন নিছিল

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ কিন্তু আমাদের দেশে ওই রকম কোন কিছুই নাই

প্রশ্নকর্তা ঃ হুম

উত্তরদাতাঃ আমাদের দেশে হচ্ছে যে যেভাবে পারে ওইটাই ওখানে ভোক্তার ইয়ে বলতে তেমন কিছুই অধিকার দেয়া হয় না

প্রশ্নকর্তা ঃ প্রতিফলিত বাস্তবে হচ্ছে নাই আরকি

উত্তরদাতাঃ নাই

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা তো এই লোকজন যখন এন্টিবায়োটিক কিনতে যায় আরকি ওরা কোথা থেকে মেইনলি কিনে কি সরকারি প্রতিস্ঠান না বেসরকারি আপনাদের মত এই ইয়েতে

উত্তরদাতাঃ সরকারি প্রতিস্ঠানে তো আমাদের দেশে যা আছে ওখানে তো তেমন কিছু পায় না বলতে গেলে যেটা সত্য কথা, গেলে তেমন কিছু পায় না যেমন আমাদের পাশে আছে হাসপাতাল কয়জন রোগী কয় টাকার ঔষুধ পায়, এটা আসলে যারা কাছে আছে তাকে স্বচক্ষে দেখে ওনারা বলতে পারবে সঠিকটা, তো সেক্ষেত্রে তারা ওই বাইরে থেকে কিনা ছাড়া তো আর কোন উপায় নাই

প্রশ্নকর্তা ঃ তারমানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ওরা বাইরে থেকে কিনে

উত্তরদাতাঃ বাইরে থেকে কিনে

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা আমি আর একটু জানতে চাইব আপনার এখান থেকে এন্টিবায়োটিক বা অন্য কোন ঔষুধ গুলো বিশেষ করে আরকি এন্টিবায়োটিক ঔষুধ গুলো মেয়াদ উর্তীন ঔষুধ গুলো কি করেন আপনি

উত্তরদাতাঃ আমি এগুলা ফেলে দিই

প্রশ্নকর্তা ঃ ফেলে দেন, কোথায় ফেলে দেন

উত্তরদাতাঃ ডাস্টবিনে

প্রশ্নকর্তা ঃ ডাস্টবিনে, এটা কিভাবে ফেলেন আরেকটু যদি বিস্তারিত বলতেন

উত্তরদাতাঃ এটা আমি এগুলা খুলে গুঁড়া করে এগুলা ড্রেনে ফেলে দিই ডাস্টবিনে ফেলে দিই

প্রশ্নকর্তা ঃ এখানে আপনাদের ড্রেনে বলতে কোন দিকে নাকি ঐ যে ডাস্টবিন যে বড় ময়লা নিতে আসে ওইখানে

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তা ঃ গুঁড়া করে ফেলে দেন

উত্তরদাতাঃ গুঁড়া করে ফেলে দিই

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা কেন এটা করেন গুঁড়া করে ফেলে

উত্তরদাতাঃ যেখানে সেখানে ফেললে অনেক সময় দেখা গেছে বাচ্চা কাচ্চারা ইয়ে করে, মুখে দিতে পারে বা খাইতে পারে

প্রশ্নকর্তা ঃ কিন্তু ড্রেনে যায় সাপস ড্রেনে গেল যেমন বললেন গুঁড়া করে ড্রেনে ফেলেন ড্রেনে তো অনেক ময়লা পানি পড়ে ওইগুলো পানি জমে অন্য কোথাও পরতেছে আপনাদের এখানে হচ্ছে নদীর মধ্যে গিয়ে পড়তেছে না- এটা কি কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা

উত্তরদাতাঃ সমস্যা হবার কথা না

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা ধরেন আপনার এখানে যদি কোন ডেমেজ ঔষুধ থাকে ওইগুলো কি করেন, হয়ত কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেছে

উত্তরদাতাঃ কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেলে অনেক সময় যদি পারি চেষ্টা করি কোম্পানিকে চেঞ্জ করতে

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা নষ্ট ঔষুধ গুলো

উত্তরদাতাঃ নষ্ট হয়ে গেলে বা অনেক সময় ডেট কাছাকাছি এসে গেছে এইরকমও যদি হয় তখন ট্রাই করি যে কোম্পানি হোক সেই কোম্পানি থেকে চেঞ্জ করা যায় কিনা , অনেক সময় চেঞ্জ করতে পারলে হয়ত চেঞ্জ করে নিয়ে আসি, রিপ্রেসেনটেটিব কে দিয়ে এটা চেঞ্জ করে নিয়ে আসি

প্রশ্নকর্তা ঃ তখন ওরা আসলে কি করে ওইগুলা

উত্তরদাতাঃ ওরা আসলে কি করে এটা, ওরা ওদের কোম্পানিকে ফেরত দেয়

প্রশ্নকর্তা ঃ কিন্তু হচ্ছে আপনি যেগুলা একবারে এক্সপায়ার হয়ে যায় ওগুলো নিয়ে আর ইয়ে করেন না

উত্তরদাতাঃ ওইগুলো অনেক সময় নিতে চায় না, আবার অনেকে হয়ত বলে যে দিয়েন দিলে আমি আপনাকে ১০ টাকা পর্যন্ত চেঞ্জ করে দিব, না পারলে নাই

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা তো আপনার এখানে কি অন্য এনিমেলের ঔষুধ আছে কিনা

উত্তরদাতাঃ না না

প্রশ্নকর্তা ঃ এনিমেলের ঔষুধ নাই, আচ্ছা এইযে এন্টিবায়োটিক ঔষুধ গুলো আপনার কোথা থেকে আপনি পাচ্ছেন

উত্তরদাতাঃ এটা সাধারনত মিরপুর থেকে আসে কিছু নিয়া আসি আর কোম্পানির কাছ থেকে আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনি নিজে নিয়ে আসেন

উত্তরদাতাঃ আমি নিয়ে আসি না এই যে এখানে হোল সেলের দোকান আছে ওনারা নিয়ে আসে

প্রশ্নকর্তা ঃ ও আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ মিরপুর থেকে ওরা নিয়ে আসে

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা হোল সেলের থেকে আপনি নেন, আর এই যে মেডিকেল রিপ্রেসেনটেটিব দেখলাম ওদের মাধ্যমে কি নেন আপনি

উত্তরদাতাঃ ওদের মাধ্যমে নি বেশি

প্রশ্নকর্তা ঃ ওদের মাধ্যমে বেশি নেন আচ্ছা, তো এইগুলো কোথায় বিক্রি করে মানে হচ্ছে গিয়ে আমি এটার মাধ্যমে জানতে চাচ্ছি আপনার নেটওয়ার্কটা আরকি ঔষুধ পাওয়া আর বিক্রি করার নেটওয়ার্কটা জানতে চাচ্ছি

উত্তরদাতাঃ ঔষুধ ওই যে বললাম হোল সেল থেকে নিয়ে আসি বিশেষ করে রিপ্রেসেনটেটিব এর কাছ থেকে নেওয়া হয় আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ আর বিক্রি করেন কোথায়

উত্তরদাতাঃ বিক্রি করি এই যে আমাদের মহললায় অনেক লোকজন আছে , গরিব মানুষ আছে

প্রশ্নকর্তা ঃ শুধু এদের কাছে

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা আপনার এখানে কি কোন মহিলা পুরু ষ কোন ধরনের রোগী আসে

উত্তরদাতাঃ সব ধরনের রোগী আছে মহিলা পুরু ষ শিশু সব ধরনের রোগী আসে

প্রশ্নকর্তা ঃ সব ধরনের রোগী আসে। তো যখন শিশুরা আসে তখন তাদেরকে আপনি ঔষুধ কিভাবে দেন, নির্দেশনাগুলো

উত্তরদাতাঃ নির্দেশনাগুলো আসলে বয়স অনুসারে যদি দেখি যে আমার সম্ভব দেয়া, গরিব মানুষ দিলে হয়ত ভাল হয়ে যাবে, ডাক্তার এর কাছে গেলে হয়ত তার ১ হাজার টাকা খরচ হবে, ৫০০ টাকা ভিজিট দিতে হবে

প্রশ্নকর্তা ঃ হুম

উত্তরদাতাঃ এখন যদি দেখি যে সম্ভব তখন হয়ত দিই

প্রশ্নকর্তা ঃ আর এই আপনার দোকানে যে ঔষুধ গুলা আছে আমি একটু লিস্ট করতে চাই আরকি সবগুলো না এন্টিবায়োটিক ঔষুধ গুলো বিশেষ কওে, বর্তমানে এখন যেগুলো আছে

উত্তরদাতাঃ লিখেন আমি বলি

প্রশ্নকর্তা ঃ এন্টিবায়োটিক এর নাম

উত্তরদাতাঃ এমক্সাসিলিন

প্রশ্নকর্তা ঃ এটা কোন জেনারেশন

উত্তরদাতাঃ এটা এমক্সাসিলিন জেনারেশন

প্রশ্নকর্তা ঃ মানে ১ম, ২য় ,৩য় কোন জেনারেশন

উত্তরদাতাঃ এটা ফাস্ট জেনারেশন

প্রশ্নকর্তা ঃ ফাস্ট জেনারেশন আচ্ছা আর

উত্তরদাতাঃ সেফ্রাডিন

প্রশ্নকর্তা ঃ সরি

উত্তরদাতাঃ সেফ্রাডিন

প্রশ্নকর্তা ঃ এটা কোন জেনারেশন

উত্তরদাতাঃ এটা ২য় জেনারেশন

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা আর

উত্তরদাতাঃ সিপ্রফ্লক্সাসিন এটাও ২য় জেনারেশন

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা আর

উত্তরদাতাঃ এযিথ্রমাইসিন

প্রশ্নকর্তা ঃ এটা কোন জেনারেশন

উত্তরদাতাঃ থার্ড জেনারেশন

প্রশ্নকর্তা ঃ আর আছে

উত্তরদাতাঃ সেফিক্সিম এটাও থার্ড জেনারেশন

প্রশ্নকর্তা ঃ আর আছে

উত্তরদাতাঃ না আপাতত এই পর্যন্ত (৫২ঃ৪২ মিনিট)

প্রশ্নকর্তা ঃ এই ৫ ধরনের এন্টিবায়োটিক আপনার কাছে আছে এটা তো বললেন মনে হয় গ্রুপের নাম, এটা গ্রুপের নাম না এমক্সাসিলিন একটা গ্রুপ

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তা ঃ কিন্তু আপনার কাছে তো এন্টিবায়োটিক কারণ আমি যতটুকু জানি এমক্সাসিলিন গ্রুপের অনেক ধরনের নামে

উত্তরদাতাঃ আছে ব্রেন্ডে আছে, প্রত্যেকটা কোম্পানিরই আছে

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা এটা শুধু আপনি জেনারেশন ধরে গ্রুপটা বলছেন

উত্তরদাতাঃ গ্রুপটা বলছি

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ যেমন ফাইমক্সিল মক্সাসিল এগুলো অনেক আছে, কিন্তু আপনার এত জায়গা নাই লিখতে

প্রশ্নকর্তা ঃ এইটা কি তারমানে এমক্সাসিলিন গ্রুপের কি আপনার অনেকগুলো ঔষুধ আছে

উত্তরদাতাঃ অনেকগুলো ঔষুধ আছে, সব কোম্পানির আছে

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা তাহলে আমি আরেকটু জানতে চাইব এগুলোর মধ্যে থেকে আপনি হচ্ছে কোনটা সচরাচর বেশি দিয়ে থাকেন

উত্তরদাতাঃ আমি আসলে সচরাচর বলতে প্রয়োজনে

প্রশ্নকর্তা ঃ আসলে ১ নাম্বারে কোনটাকে রাখবেন আরকি

উত্তরদাতাঃ প্রয়োজন অনুসারে আরকি আসলে এটা রোগীর ইয়ের উপরে ডিপেন্ডেন্ট করে আরকি দেয়া পরে, এটা আসলে ওভাবে বলা যাবে না, তবে নরমালি এমক্সাসিলিন আর একটু ইয়ের মধ্যে হল সেফিক্সিম এই ২ টাই জেনারেশন একটু বেশি ব্যাবহার করা হয় আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনি দেন আরকি রোগীদেরকে , তারমানে ১ নাম্বারে থাকবে এমক্সাসিলিন

উত্তরদাতাঃ এমক্সাসিলিন আর ওইসেফিক্সিম

প্রশ্নকর্তা ঃ এটা কোন অসুখের জন্য দেন ডিজিজটা

উত্তরদাতাঃ নরমালি হচ্ছে ওই ঠান্ডা , জ্বর, কাশ এই আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ এটার জন্য দেন, আর ২ নাম্বার কোনটা দেন

উত্তরদাতাঃ সেফিক্সিম লিখেন

প্রশ্নকর্তা ঃ সেফিক্সিম

উত্তরদাতাঃ এটা আপনার ক্রনিক তীব্র আরকি কফ কোল্ড এগুলোই লিখেন, টাইফয়েড

প্রশ্নকর্তা ঃ টাইফয়েড তারমানে আপনি টাইফয়েড এর চিকিৎসা দেন এখানে, আচ্ছা আর কোনটা আপনি নিজে থেকেই রোগীকে দেন আরকি (৫৫ঃ১৯ মিনিট)

উত্তরদাতাঃ এই ২ টাই থাক , সবগুলো ফিল আপ করতে হবে

প্রশ্নকর্তা ঃ না না সেটা না, আপনার দোকানে তাহলে এই ৫ ধরনের আছে

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তা ঃ কিন্তু আপনি বলতেছেন শুধু এই ২ টাই বেশি দেন, এগুলো ছাড়া কি এই বাকি ৩ টা আপনি দেন না

উত্তরদাতাঃ করি , ওই ৩ টাও দি

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ সেইটাই জানতে চাচ্ছি , এই ক্ষেত্রে ৩ নাম্বার কোনটা হবে

উত্তরদাতাঃ লিখেন সিপ্রফ্লক্সাসিন

প্রশ্নকর্তা ঃ এটা কি জন্য

উত্তরদাতাঃ লিখেন ফিবার

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ তারপরে ইউরিন ইনফেকশন

প্রশ্নকর্তা ঃ ইনফেকশন না

উত্তরদাতাঃ এই আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ তাহলে আর কোনটা দেন

উত্তরদাতাঃ দেন এযিথ্রমাইসিন দেন

প্রশ্নকর্তা ঃ এযিথ্রমাইসিন

উত্তরদাতাঃ সবগুলোই যদি লিখতে চান লিখেন

প্রশ্নকর্তা ঃ না মানে এটা হচ্ছে আপনি নিজে রোগীদেরকে দেন কিনা, দিলে ওইটাই আরকি জানতে চাচ্ছি এযিথ্রমাইসিন কি জন্য দেন কি রোগের জন্য

উত্তরদাতাঃ কফ কোল্ড

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা আর কিছু

উত্তরদাতাঃ ফিবার

প্রশ্নকর্তা ঃ আর একটা বাকি থাকল সেফ্রাডিন। সেফ্রাডিন কি দেন আপনি

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তা ঃ এটাও দেন

উত্তরদাতাঃ নরমালি দিই আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ সেফ্রাডিন কি জন্য দেন আপনি, কোন অসুখের জন্য

উত্তরদাতাঃ বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশন

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ তারপরে কফ কোল্ড ফিবার

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা আর এগুলো ছাড়াও মানে আপনার দোকানে নাই তারপরেও আপনি দেন এইরকম কিছু আছে এন্টিবায়োটিক

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তা ঃ নাই, আচ্ছা তো আপনি সাধারণত কোন জেনারেশনটা বেশি দিতে পছন্দ করেন

উত্তরদাতাঃ আমি এই যে এমক্সাসিলিন আর সেফিক্সিম এই ২ টা জেনারেশন দি

প্রশ্নকর্তা ঃ তো আপনি হচ্ছেন ১ম জেনারেশন দিতে এবং থার্ড জেনারেশন দিতে বেশি পছন্দ করেন

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তা ঃ সেক্ষেত্রে আপনার কথা অনুসারে ওইটাই হচ্ছে । আচ্ছা আমি দেখলাম আপনি যে ইয়েগুলো দিচ্ছেন সেগুলো বেশিরভাগ কোল্ড ফিবার কফ এইগুলা

উত্তরদাতাঃ ওই জাতীয় আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ আর টাইফয়েড এর ইয়ে দিচ্ছেন , তো টাইফয়েড এর চিকিৎসা আপনি কিভাবে দেন, মানে টাইফয়েড এর আগে তো পরীক্ষা করতে হয়

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ পরীক্ষা করে দিতে হয় আরকি, ওইটা টেস্ট করে দিতে হয় আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ তারমানে আপনি নিজে কি রেফার করতেছেন টেস্ট করার জন্য

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা তো টেস্ট করে এসে কি রিপোর্টটা আপনাকে দেখায় নাকি

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ আমি দেখি

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা দেখার পর আপনি নিজে, এক্ষেত্রে কি শুধু আপনি টাইফয়েড এর চিকিৎসা দেন নাকি অন্য কোন কিছুর চিকিৎসা দেন কিনা

উত্তরদাতাঃ অন্য কোন কিছু বলতে

প্রশ্নকর্তা ঃ অন্য ধরেন এই টাইফয়েড ছাড়াও তো এই রকম পরীক্ষা করে ম্যালেরিয়া আছে, অন্য ইয়েগুলা আছে

উত্তরদাতাঃ আছে থাকলে দেয়া হয়

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা তাহলে আমি আরেকটু জানতে চাইব আপনার এই ইয়ে থেকে আপনি বলতেছেন যে এন্টিবায়োটিক বা ঔষুধ বিক্রেতা হিসাবে আপনি আছেন ১৪ বছর ধরে , আপনার কি কি ধরনের ট্রেইনিং আছে এটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম

উত্তরদাতাঃ আমার এই যে আরএমপি আছে এলএমএফ আছে, ফারমাসিস্ট

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা এই ২টা কোর্স আর একটা বল লেন কি

উত্তরদাতাঃ ফারমাসিস্ট

প্রশ্নকর্তা ঃ রফমা সিস্ট করতেছেন এখন, আচ্ছা আর আপনার এই ঔষুধ এর দোকানের কি লাইসেন্স আছে

উত্তরদাতাঃ ড্রাগ লাইসেন্স তো এখন দিচ্ছে না রফমা সিস্ট করার পর আরকি এটা ইয়ে করতে হবে

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা রফমা সিস্টকরার পরে তখন আপনি আবেদন করতে হবে

উত্তরদাতাঃ আবেদন করতে হবে, ঠিক আছে লাইসেন্স তো এখন দিচ্ছে না সরকার থেকে

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা তাহলে আপনার দোকানের লাইসেন্স করা নাই

উত্তরদাতাঃ না দোকানে আপাতত আমার কোন ড্রাগ লাইসেন্স নাই, ঠিক আছে

প্রশ্নকর্তা ঃ মানে সব লাইসেন্স আছে মানে বাবশা করার লাইসেন্স আছে

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ ফার্মেসিতে সাধারণত এই ড্রাগ লাইসেন্স টাই আরকি বেশি জরুরী ঠিক আছে

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ ওইটাই নাই তবে রফমা সিস্টকরার পরে ওইখানে আবেদন করার পরে এখন তো ড্রাগ লাইসেন্স দিচ্ছে না   গবমেন্ট, (১ঃ০০ঃ৫১ মিনিট) গবমেন্ট একটা ইয়ে দিবে আমাকে একটা অনুমোদন দিবে আমাকে সে যাই হোক তখন চেষ্টা করতে পারি

প্রশ্নকর্তা ঃ তখন আপনিওইটাই ইয়ে করতে পারবেন আচ্ছা, সেটা হচ্ছে--করার জন্য রফমা সিস্টড্রাগ লাইসেন্স লাগে আর দোকান করার জন্য তো একটা লাইসেন্স লাগে

উত্তরদাতাঃ পৌরসভার একটা লাইসেন্স দরকার

প্রশ্নকর্তা ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ ঐটা কি আছে আপনার

উত্তরদাতাঃ ওইটা আমার আছে

প্রশ্নকর্তা ঃ তারমানে ২ টা লাইসেন্স লাগে যে মেইনলি ড্রাগশপ করার জন্য একটা হচ্ছে পৌরসভার লাইসেন্স আর একটা হচ্ছে আপনার ইয়ের লাইসেন্স

উত্তরদাতাঃ হুম

প্রশ্নকর্তা ঃ একটা আছে আপনার আর একটা এখনও

উত্তরদাতাঃ প্রসেসিং এ আছে

প্রশ্নকর্তা ঃ প্রসেসিং এ আছে, এই দোকান টা কি আপনার নিজের, আপনার নিজস্ব ড্রাগশপ

উত্তরদাতাঃ হুম এটা আমার নিজের

প্রশ্নকর্তা ঃ নাকি ভাড়া করা

উত্তরদাতাঃ দোকান ভাড়া নেয়া আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা দোকান ভাড়া নেয়া , কিন্তু আপনার আরকি , মানে মালিকানা আপনার

উত্তরদাতাঃ আমার

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা এই যে আরএমপি করছেন এলএমএএফ করছেন এগুলোর মধ্যে আপনার কত মাসের এই গুলো

উত্তরদাতাঃ এগুলো ৩ মাসের

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা। আর আপনার পড়াশুনা কতটুকু এছাড়া

উত্তরদাতাঃ এছাড়া আমার পড়াশুনা ডিগ্রি

প্রশ্নকর্তা ঃ ডিগ্রি আচ্ছা । আর বয়স কত

উত্তরদাতাঃ বয়স এখন সঠিক বয়স তো জানি না তবে আনুমানিক হয়ত ৪০ হবে আরকি

প্রশ্নকর্তা ঃ আচ্ছা আচ্ছা । ঠিক আছে ধন্যবাদ ।

উত্তরদাতাঃ ধন্যবাদ।

----------oooooooooooooooo----------